179482 - তাগুত নুসাইরিয়া বাহিনীর হাতে যিনি মারা গেছেন তিনি কী শহিদ?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার ঘটনা নিম্নরূপ: আমি ২৫ বছর বয়সী একজন সিরিয়ান নারী। প্রায় এক বছরের কম সময় আগে মেডিকেল কলেজে আমার এক সহপাঠী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তার প্রস্তাবে প্রাথমিক সম্মতি দেয়ার পর খিতবার কাজটি অচিরেই শেষ করে ফেলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে সিরিয়ায় গণ্ডগোল শুরু হল। গণ্ডগোলের কারণে আমরা অন্যদেশে চলে গেলাম এবং বিষয়টি ৮ মাস পিছিয়ে গেল। এ সময়কালে আমি আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অনেকটাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম এবং বহুবার আমার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার চিন্তাও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কারণ আমি পাত্রের ব্যাপারে পুরোপুরি সম্মত ছিলাম না। পুরোপুরি সম্মত না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- সে ছেলে যখন বিয়ের প্রস্তাব দিতে এল তখন আমাকে খোলাখুলিভাবে বলেছে, সে এক মেয়েকে পছন্দ করত এবং সে মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু মেয়ের পরিবার রাজি না থাকায় ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনি। অন্য আরেকটি মেয়ে তাকে মোবাইলে ডিস্টার্ব করে, যে মেয়েকে সে চিনে না। কিন্তু সে মেয়েটি তার কাছে বিয়ে বসতে চায়, তাকে ভালবাসে। আমি প্রায় প্রতিদিন ইস্তিখারার নামায পড়তাম। এরপর আমরা দেশে ফেরার পর তার পরিবার এসে কাজটি সমাধা করতে চাইল; তখন আমিও সম্মতি দিলাম। যেহেতু ছেলেটি দ্বীনদার, চরিত্র ভাল, উন্নত সার্টিফিকেটধারী। অন্য বিষয়গুলো গোপন থাক— আমি সেটাই চাইলাম। সে জোর দিয়ে বলত যে, সে আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে, আমাকে বউ হিসেবে পেতে চায়। আমার স্বভাব-চরিত্র ও শিষ্টাচারে সে মুগ্ধ। অবশেষে আমাদের বিয়ের কাবিন হল। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ আমার অন্তরেও তার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলেন। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর আমাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হল। কারণ সে আমাদের বাসায় আসত না; তার সাথে ইউনিভার্সিটিতে দেখা হত। এ বিষয়টি আমাকে খুবই মর্মাহত করত। কারণ সে থাকত অন্য এক শহরে; আমাদের শহর থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার রাস্তা। কখনো সে কারণ দেখাত যে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি ভাল নয়; কখনো বলত: সে কাজে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে সে আমাদের বাসায় আসতে সম্মত হল। সে যখন আমাদের বাসায় থাকত তখন আমার ছোট বোনের সাথে যে আচরণ করত তাতে আমি খুব সংকোচবোধ করতাম। সে বলত, সে আমার বোনের ব্যক্তিত্বে অভিভূত। আরও বলত, সে আমার ছোট বোনকে নিজের বোনের মত ভালবাসে! বাস্তবে হয়তো সেটাই ছিল। কারণ তার মন ভাল ছিল। কিন্তু আমি মানতে পারতাম না। যার কারণে আমাদের মাঝে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি সবসময় মানসিক কষ্টে ভুগতাম; এমনকি কোন কারণ ছাড়াই। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মনমরা হয়ে থাকতাম। আর প্রতিদিন কাঁদতাম। কেন এ প্রস্তাব দিলাম সেটা নিয়েও অনুশোচনা করতাম। নিজেকে তার সাথে ও অন্য প্রস্তাবক ছেলেদের সাথে তুলনা করতাম এবং আমার মন বলত অন্যরা তার চেয়ে ভাল হত। এরপর আমি পুনরায় ইস্তিখারার নামায পড়া শুরু করলাম; তবে এবার বিয়ের প্রস্তাব তুলে নেয়ার নিয়ত। কুরআন শরিফ পড়া শুরু করলাম যেন আল্লাহ আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিশা দান করেন। কিন্তু আমার পরিবার এ চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে আসছিল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- এর পিছনে মৌলিক কোন কারণ নেই। তারা বলত, আমি নানারকম বাহানা করছি। আমার ব্যাপারে ছেলে কোন ভুল করেনি। পরিবারের তিরস্কারের কারণে আমি এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেললাম এবং আগের মত স্বাভাবিক জীবন

যাপন করার সদ্ধিান্ত নলিাম। সওে আমার সাথে ব্যবহার অনকে ভাল করছলি এবং আমার ব্যাপারে অনকে বশেি গুরুত্ব দচ্ছিলি। আমি খুব ভাল সময় কাটাচ্ছলিাম। পরস্থিতিি ভাল হয়ে যাওয়ায় আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম। এর মধ্যে আমি আমার পরবিাররে সাথে এক সপ্তাহরে জন্য সরিয়িার বাইরে যাওয়ার সদ্ধিান্ত নলিাম। সফররে আগে আমি তাকে দখেতে চাইলাম। আমরা একমত হলাম সে এসে মাগরবিরে আগে চলে যাব, যহেতেু নরিাপত্তা পরস্থিতিি খারাপ। সে ঠকিই আসল, কন্তিু আমাদরে এখানে একটু দরেি করে ফলেল; তবে তখন আমি বা সে কউে সটো টরে পাইনি। সে আমাদরে এখানে থকেে যাক আমি তাকে সটোও বলতে পারছলিাম না। কারণ আমার পরবিার তা চাচ্ছলি না। সওে আমার কাছে এমন কছিু বলনে।ি অথবা তার কনো বন্ধুর বাসায় সে থকেে যাবে সটোও তার খয়োলে আসনে;ি আগে একবার যখন আমাদরে এখানে এসে দরেি করে ফলেছেলি তখন সে এভাবে থকেে গয়িছেলি। সে গ্রাম থকেে তার এক ফুফাতো ভাই ও বোনদরেকে তাকে নয়োর জন্য আসতে বলল। যহেতেু তার নজিরে গাড়ী ছলি না। গ্রামরে দূরত্ব প্রায় ৩ ঘণ্টার পথ। তাকে নয়োর জন্য তারা চলে এল। তারা আমাদরে বাসা থকেে বদিায় নয়িে বরেয়িে যাওয়ার পর খবর আসল য,ে তারা গ্রামে ফরোর পথে নরিাপত্তা বাহনিীর বোমার আঘাতে সে ও তার বোন মারা গছেে এবং তার ফুফাতো ভাই আহত হয়ছে।ে খবর শুনে আমি ভঙ্গেে পড়লাম এবং নজিকেে দোষারোপ করতে থাকলাম। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছ-ে এক: এটা কি আল্লাহর পক্ষ থকেে আমার জন্য শাস্তস্বিরূপ? যহেতেু আমি অহংকার করতাম এবং তার থকেে বচ্ছিন্নি হয়ে যতেে চাইতাম। সে দ্বীনদার ছলি, আমার সাথে ভাল ব্যবহার করত, আমাকে ভালবাসত। আমি আমার প্রতপিালকরে এ নয়োমতরে শুকরয়িা আদায় করনি।ি দুই: আমি ও আমার পরবিার কি তাদরে গুনার বোঝা বইব? যহেতেু এ রাত্রবিলো আমরা তাদরেকে যতেে বাধ্য করছে?ি উল্লখ্যে, সদেনিরে পরস্থিতিি অতবশেি খারাপ ছলি না। এমন কছিু ঘটতে পারে তা মনওে আসনে।ি এ সংবাদ যনে মহাপ্রলয়রে মত আমাদরেকে বদ্ধি করল। কখনো কখনো আমি আমার পরবিাররে উপর দোষারোপ কর।ি কারণ তারা তাকে এখানে থাকতে দয়েন।ি তনি: সে কি আল্লাহর কাছে শহদি হসিবেে গণ্য হব?ে যহেতেু সে অন্যায়ভাবে মারা গছে।ে আশা করব, আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দবিনে। এ দুর্ঘটনার পর থকেে অত্যন্ত খারাপ মানসকিতার মধ্য দয়িে যাচ্ছ।ি এখনো আমার চোখরে পানি শুকায়ন।ি

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

এক:

প্রথমইে আমরা আল্লাহর দরবারে দুআ করি তনিি যনে, এ দুর্যোগ ও দুর্ভোগ থকেে আপনাদরেকে উদ্ধার করনে। আপনাদরে মৃতদরে প্রতি রহম করনে, তাদরেকে শহদি হসিবেে কবুল করে ননে। নওেয়ার অধকিার আল্লাহর, দওেয়ার অধকিারও আল্লাহর। তাঁর কাছে সবকছিুর সুনর্দিষ্টি ময়োদ রয়ছে।ে আল্লাহ তাআলা মাখলুকাতরে মৃত্যুসময় লপিবিদ্ধ করে

রখেছেনে; নর্দিষ্টি করে রখেছেনে। যার মৃত্যুসময় উপস্থতি হবে তাকে একটুও কম বা বশেি সময় দয়ো হবে না। আল্লাহ তাআলা বলনে (ভাবানুবাদ): "আল্লাহ আত্মাগুলোকে হরণ করনে সগেুলোর মৃত্যুর সময় এবং যগেুলো ঘুমরে মধ্যে মরনে সগেুলোরেও। অতঃপর যার মৃত্যুর সদ্ধিান্ত হয়ে গছে তার আত্মা রখেে দনে। অন্যদরেটা একটি নর্দিষ্টি সময়রে জন্য ছড়েে দনে। নশ্চিয় এতে চন্তিাশীল লোকদরে জন্যে নদির্শনাবলী রয়ছে।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৪২]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে:

আল্লাহ অবহতি করনে য, জাগরণ ও তন্দ্রাকাল, জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে বান্দার তত্ত্বাবধায়ক একমাত্র তনিইি। আল্লাহ বলনে: "আল্লাহ আত্মাগুলোকে হরণ করনে সগেুলোর মৃত্যুর সময়" এটি হচ্ছে বড় তরিোধান, মৃত্যুর তরিোধান। আল্লাহ আরও বলনে: "যগেুলো ঘুমরে মধ্যে মরনে সগেুলোরেও" এটি ছোট মৃত্যু। অর্থাৎ যে আত্মা ঘুমরে মধ্যে মরনে সে আত্মাকওে আল্লাহ হরণ করনে। এরপর এ দুটি আত্মা থকেে "যার মৃত্যুর সদ্ধিান্ত হয়ে গছে তার আত্মা রখেে দনে" সটেি এমন আত্মা য মারা গছে অথবা ঘুমরে মধ্যইে যার মৃত্যু ঘটছে। আর অপর আত্মাটকিে একটি সুনর্দিষ্টি সময়রে জন্য পুনরায় প্ররেণ করনে; যনে সে আত্মা তার রযিকি ও বয়স পূর্ণ করে। তাফসরিে সাদী পৃষ্ঠা- ৭২৫ থকেে সমাপ্ত।

দুই:

পক্ষান্তরে আপনার স্বামীর সাথে –আপনাদরে মাঝে ববৈাহকি সম্পর্ক সম্পন্ন হয়ছে ধরা হল- আপনার যে আচরণ বা কসুর অথবা আত্মসম্মানবোধে কন্দ্রেকি অভমিান এগুলোর কোন না কোন কারণ ছলি। পরবর্তীতে আপনাদরে মাঝে সমঝোতা হয়ছে, আপনি সম্পর্ক ছন্নি করার চন্তিা ছড়েে দয়িছেনে। আপনাদরে সম্পর্ক আগরে চয়েে ভাল হয়ছে। সুতরাং এর আগে যা কছিু ঘটছে সসেব নয়িে দুঃশ্চন্তিা করার কোন কারণ নইে। এসব চন্তিা আপনার কোন কাজে আসবে না। বরং আপনার শারীরকি ও মানসকি অশান্তরি কারণ হবে। দুঃখতি-ভারাক্রান্ত হওয়া বা কঞ্চিতি কান্নাকাটি করাতে দোষরে কছিু নইে। তবে আল্লাহর তাকদরিরে ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থকেে সাবধান থাকুন। হাউমাউ করে কান্নাকাটি করা থকেে বরিত থাকুন। আশা করছি এ মুসবিতে আল্লাহ আপনাকে ধর্যৈ ধারণ করার তাওফকি দবিনে, আপনাকে এর প্রতদিান দবিনে এবং যা হারয়িছেনে তার চয়েে ভাল কছিু আপনাকে দবিনে।

আপনি 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি দখেতে পার; সখোনে বপিদ-মুসবিতে মুমনিরে করণীয় কী এবং কী বলবে বা কী করবে তা তুলে ধরা হয়ছে।

তনি:

তনি যে দুর্ঘটনার শকিার হয়ছেনে সটোর দায় জালমে ও তাগুত বাহনিী ছাড়া অন্য কারো উপর বর্তানো উচতি হবে না। কারণ তারাই তাকে হত্যা করছে, তার বোনকে হত্যা করছে। আল্লাহ তাআলা এটাই তাকদরি (নর্ধিারণ) করে রখেছেনে। তনি

ভবেছেলিনে রাত্রবিলো গ্রামে ফরিে যাওয়াটা কঠনি হবে না। কোন সন্দহে নইে যদি তনিি এমন কছিু আশংকা করতনে তাহলে তার কোন বন্ধুর কাছে ঘুমাতনে। অথবা রাতরে বলো আপনাদরে বাড়ীতইে থাকতে চাইতনে। অতএব, আপনার অথবা আপনার পরবিাররে কোন দোষ নইে। আল্লাহ তাআলা আযলে বা সৃষ্টরি পূর্বে যা নর্িধারণ করে রখেছেনে তার ক্ষত্রেে সটোই ঘটছে। এটা যে, তার তাকদরিে ছলি এর সমর্থন পাওয়া যায় তাকে নয়িে যাওয়ার জন্য তার ফুফাতো ভাই ও তার বোনরে আপনাদরে বাড়ীতে আগমন। যদি রাত্রবিলো পরস্থিতিি চলাফরোর উপযুক্ত না হত তাহলে তার ফুফাতো ভাই অথবা তার বোন আপত্তি জানাত এবং তারা গ্রাম থকেে তাকে নতিে আসত না।

অতএব, তাকে অথবা তার পরবিারকে দোষারোপ করার কছিু নইে। আপনাকে এবং আপনার পরবিারকে দোষারোপ করার কছিু নইে। আল্লাহ যা নর্িধারণ করে রখেছেনে, যা ইচ্ছা করছেনে সটোই ঘটছে। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাকে রহম করুন, তাকে ক্ষমা করে দনি। তাকে, তার বোনকে এবং অন্যায়ভাবে নহিত হওয়া সকল মুসলমানকে আল্লাহ শহদি হসিবেে কবুল করুন। কারণ তনিি নাস্তক্যিবাদী ও বাতনেি চন্তিাধারার অধকিারী বাথ পার্টরি বাহনিীর হাতে নহিত হয়ছেনে। কারণ তনিি তার গাড়ীতে নহিত হয়ছেনে; গাড়ীতে মারা যাওয়া ভূমি ধ্বসরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভূমি ধ্বসে মারা গলেে শহদিরে সওয়াব পাওয়ার কথা হাদসিে সাব্যস্ত হয়ছে। এ বষিয়ে আরও জানতে 129214 নং প্রশ্নোত্তরটি দখো যতেে পার; সখোনে আরও বস্তিারতি ববিরণ আছ।

চার:

জনেে রাখুন, আপনার উপর চার মাস দশদনি ইদ্দত পালন করা ওয়াজবি— এ বষিয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছ। যে নারীর স্বামী মারা গছেনে তার উপর কি কি বষিয় পরত্যিাগ করা অপরহিার্য সগেুলো আমরা 10670 ও 13966 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করছে। যমেন- প্রয়োজন ছাড়া দনিরে বলোয় এবং জরুরত ছাড়া রাতরে বলোয় ঘর থকেে হওয়া। সুন্দর পোশাক পরধিান। স্বর্ণ ও অন্য কোন অলংকার পরধিান। সুগন্ধরি ব্যবহার; তবে হায়যে ও নফিাস থকেে পবত্রি হওয়ার পর সামান্য ব্যবহার করা যতেে পার। সুরমা ও মহেদেরি ব্যবহার।

আল্লাহই ভাল জাননে।